মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা
১
৫৫ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আশ্বিন, ১৪২৪ ❀ অক্টোবর, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত।	৩
২। অসৎসঙ্গ বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ	শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।	৪
৩। ভক্তসঙ্গ না হলে ভক্তিলাভ হয় না	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। সত্যের সততা	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।	৬
৫। পরম বন্ধু মুকুন্দ	ব্রহ্মচারী—ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নান সজ্জন মহারাজ।	৮
৬। চতুর্দশ লোক	ব্রহ্মচারী—শ্রী সদানন্দ দাস।	১০
৭। শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা ...	সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস।	১২
৮। পূতনা, তুমি কত ভাগ্যবতী	বৃন্দা দাসী।	১৬
৯। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহ	—	১৭
১০। দার্জিলিং সহ বাংলাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও পরিক্রমা	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৫ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আশ্বিন, ১৪২৪ ❀ অক্টোবর ২০১৭

সারকথা

অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিবে হেলে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—৯।২৪৬)

ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১০।২৭৮)

কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১০।৩১২)

সর্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৩৯)

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।১৬০)

সর্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৩৯১)

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৬।১৪৭)

'অল্প' করি, না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৭।১০৫)

অসৎসঙ্গ বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ

(সজ্জন তোষণী ৪র্থ খণ্ড ৫ম সংখ্যা ও গৌড়ীয় ২১ বর্ষ ৯-১২ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

১) যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না।

২) অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণবাচার হয় না।

৩) সঙ্গ শব্দে আসক্তি। আসক্তি জীবের নিত্য ধর্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না।

৪) কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না।

৫) অনাসক্ত গৃহস্থ ভক্তের সঙ্গ ও স্ত্রীসহবাস রহিত অগৃহ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সর্বদা ভজনানূকুল।

৬) স্ত্রীসঙ্গী ও ভক্তিহীন গৃহস্থ বা বৈরাগীর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সৎসঙ্গে হরিনাম সাধন করিলে সাধকের দিনদিন ভজনোন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৭) প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায়, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলেই অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।

৮) যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।

৯) কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

১০) দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা সকলেই ক্রমশঃ কপটী হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

১১) কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

১২) জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ-দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাবচরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাবচরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

১৩) একস্থানে বসিলে বা একনৌকায় নদীপার হইলে সঙ্গ হয় না। উভয়ের প্রীতি ও আসক্তির সহিত কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকেই 'সঙ্গ' বলে। অসতের সঙ্গে প্রীতিসহকারে অসদ্‌বিষয়ের আলোচনা করাই অসৎসঙ্গ।

১৪) বৈষ্ণবজন সর্বপ্রযত্নে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা।

১৫) প্রাকৃত বিষয়সমূহ অসৎ বলিয়া ভক্তের পরিত্যাজ্য।

১৬) কৃষ্ণাভক্তগণ অপ্রাকৃত অধিকার লাভ করিলেই কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু যতদিন তাহারা প্রাকৃতবুদ্ধি থাকে, ততদিন ভক্তগণ অসজ্জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

১৭) স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত—এই দুইপ্রকার অসতের মধ্যে অজ্ঞ বা বালিশ এবং অপরাধী বা দ্বেষী—এই দুই শ্রেণী লক্ষিত হয়।

১৮) যে সমস্ত লোক শঠতা না থাকিলেও অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদেবোপাসনা তৎপর, তাহারা অজ্ঞ বা বালিশ। তিনি ভক্তের কথায় প্রীতি করিলে তিনি আর অসৎশ্রেণীভুক্ত থাকেন না, সৎ হইয়া পড়েন এবং অতিশীঘ্রই ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯) যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী যোষিৎসঙ্গী হয়, কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোন মতে তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না।

২০) সংসর্গফলেই মনুষ্য সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে।

২১) যতদিন ভজনে অনর্থনিবৃত্তি না হয়, ততদিন ভজন প্রয়াসী ভক্তজন যত্নসহকারে সর্ব্বদোষাকর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

২২) অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের আচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণনামৈব-শরণতাই বৈষ্ণবের লক্ষণ।

২৩) আমরা যেন প্রভুর কৃপায় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

ভক্তসঙ্গ না হলে ভক্তিলাভ হয় না

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-শ্রীনৃসিংহপল্লী, তারিখ:- ০৪-০৩-২০১২

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের দ্বারা প্রবর্তিত এই শ্রীধাম পরিক্রমা। শ্রীধাম পরিক্রমার আজ দ্বিতীয় দিবসে শ্রীনৃসিংহতলায় দেবপল্লীতে আমরা এসে শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ভিক্ষা করছি। এখানে আসা, কীর্তন করা ভক্তগণের সমবেত আগ্রহের ফলে সম্ভব হয়েছে। একটা জায়গায় বসে সবাই শ্রীধামের মহিমা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করছেন। কেন শ্রীধাম পরিক্রমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করা আমাদের দরকার আছে? আমরা জীবনে যে পরিক্রমা করছি জন্ম মরণ মালায়। **এই জন্ম মরণ মালা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভগবদ্ পাদপদ্মের উপাসনা অত্যাবশ্যক**। শ্রীনৃসিংহদেব জীবের অজ্ঞতা, অসুবিধা বিনাশ করে জীবকে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তা বলে কি তিনি অভক্তদের করুণা করেন না? করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমা অত্যদ্ভুত এবং এই শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমাকে জগতে খ্যাপন করবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু এসেছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনি নিজেও শ্রীনৃসিংহ অবতার হয়ে ভক্তগণের প্রতি অভক্তগণের উৎপীড়নকে চিরকালের মতো থামিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাদের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তি যাজনের স্পৃহা জাগাবার জন্য এবং সন্তাপ নিবৃত্তির দ্বারা ভক্তি প্রবর্তন জিনিসটা দেখিয়েছেন।

"তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ॥"

এই হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন? তিনি ছিলেন হিরণ্য এবং কশিপু। শ্রীহিরণ্য মানে সোনা আর কশিপু হলো কামিনী, এই দুইজনকে দমন করবার জন্য ভগবান শ্রীনৃসিংহ অবতার হয়েছেন। যখন জীব ভগবদ্‌বিমুখ থাকে তখন এই জিনিসের প্রতি তাদের লালসা বৃদ্ধি হয়। এই লালসাকে স্তব্ধীভূত করবার জন্য শ্রীনৃসিংহদেব জগতে এসে হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করার রাস্তা দেখিয়েছেন। জীবের হৃদয়ে যতকাল এই দুই জিনিসের বাসা বেঁধে থাকবে ততকাল তার চিত্ত ভগবানের দিকে যাবে না। সেজন্য **ভগবানকে পেতে গেলে ভগযূত যিনি তার চরণে ভক্তি করাই নিত্য শ্রেয়ঃ পথ।** আমরা প্রেয়বাদী হয়ে পড়েছি জগতে, এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার ভগবানের কাছে পৌঁছতে হবে যেখানে কেবল বিমল আনন্দ বিরাজ করছে এবং এই শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা না হলে জীবের কোনক্রমে সাধ্য নাই ভগবানের পাদপদ্মের মধু পান করবার। সেজন্য আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত রাস্তার পথে পা চালিয়ে ভক্তগণের সঙ্গে তার নাম গুণ গেয়ে আনন্দ করতে করতে চলতে পারব যখন এবং ভক্ত্যাঙ্গের প্রতি রুচি হবে, সেই রুচিটা আমাদের ভগবদ্ পাদপদ্মের দিকে নিয়ে যাবে। এই জগতে আমরা নিত্যকাল কেউ থাকব না কিন্তু এই জগতে নিত্যকাল না থেকেও এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ভগবদ্‌পাদপদ্মের সন্ধান পেতে পারি। এইজন্য Gaudiya Mission কর্তৃক আয়োজিত এই যে শ্রীধাম পরিক্রমা এটা নিত্যকাল ধরে জয়যুক্ত হোক। সাধুদের সাথে সাথে যারা পরিক্রমা করবেন, কয়েকদিনের জন্য সংসার ছেড়ে এসে অনেক কষ্ট কায়ক্লেশ স্বীকার করে যারা মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করছেন, তারা যত দুঃখেই থাক তাদের দুঃখের অপনোদন হবে যদি শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা হৃদয়ে বাঁধতে পারি। শ্রীগৌরসুন্দর তিনি ভগবানের ভক্তরূপে এসে দেখিয়েছেন যদিও তিনি স্বরূপতঃ ভগবান কিন্তু তিনি ভক্তরূপে দেখিয়েছেন যে, আমি বদ্ধ জীব, কৃষ্ণভক্তি আমার দরকার এবং এই কৃষ্ণভক্তি লাভ করবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর এনেছেন হরিনাম সংকীর্ত্তনকে।

"সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা-আর-কলিহতজন ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ—১১।১৯)

আমরা কলিতে হত হয়ে যাই যতকাল পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সুনির্মল রাগের উদগম না হয়। ভগবান তিনি দেখিয়েছেন—"নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন।" ভগবানের কথা সাক্ষাৎ ভক্তি এবং ভগবানের লীলা সাক্ষাৎ ক্রিয়াময়ী। ভগবানের এইসব লীলায় শ্রীমহাপ্রভুর কথার উদ্দীপন হয় এবং শ্রীমহাপ্রভুর কথা যারা যত বেশী করে শুনবেন তারা এই জিনিস লাভ করে যে কোন প্রকারেই হোক ভগবানের

ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমায় যান। আমরা সমস্ত কিছু অবিলতা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি এবং ভগবদ ভক্তি লাভ হয়ে যায় যদি ধামে পা চালিয়ে ভক্তগণের সঙ্গে কীর্ত্তন করতে করতে যাই। আমরা যতকাল এই সহজ সরল পন্থাটা অবলম্বন করতে না পারি ততকাল আমাদের মনে চিন্তার উদগম হয়। কিন্তু এসমস্ত চলে যায় শ্রীগৌরের দয়া আশ্রয় করলে। আজ আপনারা বহুদূর থেকে নানা কায়ক্লেশ স্বীকার করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এইজন্য আপনাদের চরণে প্রণতঃ থেকে এবং তাদের কৃপাভিক্ষা করে যাতে নিত্য মঙ্গল হয় সেই মঙ্গলময়ের চরণে আমরা প্রণতঃ হয়েছি।

"গৌর আমার, যেসব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভক্ত সঙ্গে ॥" (শরণাগতি)

এটা মূল কথা। **ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গ না হলে ভক্তিলাভ হয় না**। যদিও ভক্তিলাভ করাটা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার কিন্তু সুদুর্ল্লভ ব্যাপার হলেও ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করতে করতে আমরা এইসব hardle মানে বাধাবিঘ্নগুলো থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি। **যার ভক্তি করার বাসনা থাকে তিনি ভগবানের মঙ্গলপ্রিয় দাস তাকে উপাসনা করবার চেষ্টা করবেন।** কত কষ্ট করে আপনারা এসে পরিক্রমা করলেন রোজ, মাটির কাঁচা রাস্তায় এই যে পা মাড়িয়ে গেলেন এর থেকে আপনারা আনন্দ পাবেন। আমাদের মঠে সৌম্য পরিবেশের মধ্যে কদিন থেকে শেষে বাড়ী গিয়ে ধীরে ধীরে এসব ভুলে যাবেন না। ভোলার মতো তো নয় কিছু, সেজন্য কীর্ত্তনগুলো অনুকীর্ত্তন করবার চেষ্টা করবেন। **শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীলজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এসমস্ত শ্রীলধামের মহিমাকে জাগাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টা সফল হবে কখন, যখন আমরা ভগবদ্ centric জীবন যাপন করবার চেষ্টা করব।** ❑

সত্যের সততা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

যে যুগের মানুষ হয়ে এই ছোট্ট Article-টি লিখতে বসেছি তার নাম কলিযুগ। আপনারা সকলেই জানেন এই যুগ মিথ্যা প্রধান। অসত্য এবং কলহকে আশ্রয় করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পথ হাঁটা। তা সত্ত্বেও সত্যের স্থান নিত্য ও শাশ্বত। একে মুছে ফেলার মতো কোন শক্তি সৃষ্টিতে নাই। তার একমাত্র কারণ ভগবান সত্যব্রত, সত্যপর এবং পরমসত্যস্বরূপ। সত্যের উপরে তাঁর স্থিতি। সত্য তাঁর প্রিয় এবং সত্যই তাঁর সাধনা। যারা ঈশ্বর উপাসনা করেন তারা এই সত্যকে ধরে থাকেন, সত্যকে আদর করেন। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়। যারা কালচক্রে পড়ে এই সত্যকে ভুলে অসত্যকে আশ্রয় করেন অথবা ভ্রমবশতঃ অসত্যের কবলে কবলিত হন সাময়িক ভাবে অসত্য তাদের উল্লাস বর্ধন করলেও পরিণামে তাদের ঠকতে হয়।

সত্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বা গুণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তার মধ্যে একটা বিশেষ গুণ 'সততা'। সততা একটি গুণ, যারা সত্যকে আশ্রয় করে থাকেন তাদের মধ্যে দেখা যায়। সত্য তার আশ্রয়কারী ব্যক্তিকে সর্বদা সৎ রাখে, অসৎ পথে চলতে সাহায্য করে না। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি অসৎ নন। আর যারা সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা করেন তারা কখনই অসত্যকে আদর করেন না। ফলে সততা বজায় রেখে চলা তাদের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। যদিও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি মাত্রেই হরিভজন করবেন এমন কোনও মানে নাই তথাপি সততা তাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু ভজনহীনের ঐ সততা কোনও দাম থাকে না। ভগবান, সত্য ও সততা—এই তিনের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। ভগবানকে যারা ধরে থাকেন, বা যিনি ভগবানের আশ্রয়ে থাকেন সত্যকে তাদের ধরে থাকতেই হয়, ফলে সততাও তাদের পিছনে পিছনে চলে। ভগবানকে বাদ দিয়ে সত্যের প্রকৃত স্থান নাই, এবং সেক্ষেত্রে সততাও তার পক্ষে অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ভজন বিহীন জনের সততা থাকতে পারে না। বাহ্যত যা কিছু সততা তার মধ্যে দেখা যায় তা মিথ্যারই নামান্তর মাত্র।

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত-এ বর্ণিত আছে ধর্মের চারিটি পা—তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য। কলিতে প্রথম তিনটি গুণের লোপ এবং সত্যের অবস্থাও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। ফলে, এই ঘোর কলিযুগে সত্যের দেখা পাওয়া বা সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভগবানের ভজন আমরা অনেকেই করছি কিন্তু জীবনে সত্যের দেখা সাক্ষাৎ নেই এমন বহু সাধক ভরে রয়েছে এই ভক্তিজগতে। এটি নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের। ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর স্বরূপের প্রথম কথা সৎ, সেই সত্যকে বাদ দিয়ে ভগবানের উপাসনা হয় না। আর আমরা অসত্যকে ধরে সত্যের উপাসনা করতে চাইলে হবে কি করে? কলির দুরাবস্থা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুরাবস্থা আজকের দিনে ভগবানের ভজনকে কঠিন করে তুলেছে। তথাপি এইটা সত্য যে যিনি ভগবানের চরণে শরণাগত তিনি সত্যকে কখনই ভোলেন না, তিনি সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং সত্যকে আশ্রয় করেই থাকেন। এবং সত্যও নিজ আশ্রিত জনকে কখনও ধোঁকা দেন না। অবশেষে তাঁকে চরম আনন্দ দান করেন, এটি সত্যের একটি মহান গুণ।

সত্য বড় কঠিন এবং সত্য বড় কোমল। সত্য অসৎ সাধককে ক্ষমা করেন না, চরম বঞ্চনায় ফেলে দেয় আবার শরণাগত জনকে গোপনে স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে মায়ের মতো করে পালন করে। সত্য তার কাছে খুবই নরম ও দয়াবান। আর অসৎ ব্যক্তির নিকট সত্য বড় কঠিন হলেও প্রাথমিক ভাবে সে অসৎ ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। তাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে প্রকারান্তরে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ ব্যক্তি তা বুঝতে পারে না। অসত্যের প্রভাব খুবই প্রবল এই যুগে। অসত্যের প্রভাবে সত্য নিজেকে চেপে রাখে বা লুক্কায়িত রাখে ঠিকই কিন্তু অসৎকে ফাঁকি দেওয়া তার একটি মহৎ গুণ এবং শরণাগত জনের প্রতি সর্বদা কৃপা দৃষ্টি তার নিত্য বর্তমান। **সত্য ধীর গতিতে নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং অবশেষে নিজ আশ্রয়কারীকে জয়ী করে। অপরপক্ষে মিথ্যা খুব শীঘ্র এবং বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও আশ্রয়কারীকে বটে কিন্তু পরিশেষে ধোঁকা দেয়।** এটাই আজকের দিনে দুর্বল সাধক বুঝতে পারেনা। ফলে অসত্যের চাকচিক্কে তাকে ভ্রমিত হতে হয়।

সত্য বাহ্যত বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর। এর আশ্রয়কারী জীবকে পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিতে থাকে। কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদের মধ্যে ফেলে। অসত্যের আশ্রয়কারী ব্যক্তির দ্বারা নিরন্তর প্রহার এলেও সত্য চুপটি করে দেখতে থাকে, কোনো প্রতিবাদ করে না। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে যথাযোগ্য। অসত্যের শত শত দুষ্টামী দেখেও সত্য নির্বাক থাকে এবং সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি ঐ প্রকার দুষ্টামী জাত প্রহার নিঃসঙ্কোচে, নির্বাক হয়ে সহন করে। তার এই আপাত নিরপেক্ষভাব সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি প্রথমত বুঝতে পারে না ঠিকই কিন্তু সহনশীলতার চরম সীমায় তাকে পৌঁছে দিয়ে অবশেষে আনন্দদান করা সত্যের স্বভাব। বিজয় বৈজয়ন্তীর চরম শিখরে পৌঁছে দিতে সত্য কখনই ভুল করে না। সত্যের এরূপ দয়া বোঝার ক্ষমতা অসৎ ব্যক্তির নাই। অপরপক্ষে অসত্য নিজ আশ্রয়কারী ব্যক্তিকে কোনোদিন নিরুৎসাহিত করেন না, সর্বদা উৎসাহদানপূর্বক একের পর এক কল্পনার শিখরে নিয়ে তাকে চরম বঞ্চনায় ফেলে দেয়। পরিশেষে তাকে অগাধ অন্ধকারে ফেলে দেয়। সত্যের সততা এখানেই ধরা পড়ে।।❑

আনন্দ সংবাদ

সকল ভক্তগণকে জানানো হইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ উজ্জ্বাব্রতকালে মাসাধিক কালব্যাপী গোদ্রুমধামস্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিবেন।

পরম বন্ধু মুকুন্দ

ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ—সহ মঠাধ্যক্ষ, গোদ্রুম

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলছেন—

'সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যে প্রেমভক্তিদাতা ॥

আর শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—

''গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন ম পতিশ্চ স স্যান্ন-
মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥'' (৫।৫।১৮)

সেই স্বজন স্বজন নয়, সেই জননী জননী নয় যিনি গর্ভধারন করবার অধিকারী, সেই পিতা পিতা নয় যিনি সন্তান উৎপন্ন করতে যত্নবান হবেন না। সেই গুরু গুরু নয় যিনি শিষ্য করার অধিকারী বা সেই দেবতা দেবতা নয় যিনি পূজা গ্রহণ করবার অধিকারী যিনি মৃত্যুরূপ সংসার থেকে উদ্ধার করতে না পারেন।

মেওয়ার রাজা কুম্ভের সহিত মীরাবাঈ এর বিবাহ হয়েছে। তিনি রাজরানী হয়েছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভজন করতে পারছেন না, নানা প্রকার বাধা বিপদ উপস্থিত হচ্ছে। মীরাবাঈ তিনি আত্মীয় স্বজন নয় শ্রীরাম চরিত মানস প্রণেতা শ্রীল তুলসীদাসের কাছে পত্র লিখে জানতে চাইলেন—এমত অবস্থায় কি করণীয়? তুলসীদাস মাত্র চার লাইনে তাঁর উত্তর জানালেন—

''যো কে ন প্রিয় রাম বৈদেহী
ত্যাজ হি তাহে কোটি বৈরীসম
যদ্যাপি পরম স্নেহে হি
পিতা ত্যজ প্রহ্লাদ, ভরত মহতারী,
কান্তা ব্রজবনি তাহি ॥ ''

তিনি বললেন—যার শ্রীরাম সীতা প্রিয় নয়, পরম স্নেহের পাত্র হলেও, কোটি শত্রু মনে করে তার থেকে দূরে থাকো। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ পিতাকে, ভরত মাতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, খট্টাঙ্গ রাজা দেবতাদের, বলি মহারাজ গুরুকে আর যাজ্ঞিক পত্নীগণ নিজের পতিদের ত্যাগ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণ কীর্ত্তন শুধু কীর্ত্তনকারীর মঙ্গল আনয়ন করে না, সকলের মঙ্গল করে। এই সংসারে কেবল দুইজন ব্যক্তি তাদের মৃত্যুর সময় সীমা জানতে পেরেছিলেন। ১) শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ, ২) খট্টাঙ্গ রাজা। আরো একজন কাশীনরেশ ছিলেন যিনি জানতে পেরেছিলেন যে তার জীবনকাল একদিন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে,—পরীক্ষিৎ মহারাজ এক সপ্তাহকাল পরে মানে তাঁর মৃত্যুর পরও তিনি জীবিত আছেন, কারণ তাঁর হরিকথা। সেই শ্রীহরিকথাকে আশ্রয় করে সংসারের লক্ষ কোটি জীব মৃত্যুকে জয় করে শ্রীহরির চরণ লাভ করছেন। খট্টাঙ্গ রাজার আদর্শকে সামনে রেখে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে হরিকথা শ্রবণ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ এবং খট্টাঙ্গ রাজা এই সময়ের মধ্যে দেহরক্ষা করলেও ভাগবত তাদের কথা কীর্ত্তন করেছেন আর জগত সেই কীর্ত্তনকে আশ্রয় করে ধন্য হচ্ছেন। আর দুঃখের বিষয় হলো এই যিনি কাশীনরেশ একদিন মাত্র আয়ুষ্কাল লাভ করে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, মৃত্যু তার হয় নাই কিন্তু তার কথা জগতের লোক কেউ কীর্ত্তন করে না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তিনি কাশীনরেশকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত মধ্যে একদিন তার আয়ু ছিল। কিন্তু হনুমানজীর কৃপায় কাশীনরেশ মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি শ্রীহরিভজন করেন নাই তাই জগত তার কথা কীর্ত্তন করে না।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তিনি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর চরণে উপনীত হয়েছেন। সেখানে অষ্টআশি হাজার মুনি-ঋষিগণ উপস্থিত আছেন। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর চরণে প্রণতঃ হয়ে নিবেদন করছেন—হে ভক্ত প্রবর! হে ভাগবতোত্তম!—আপনি কৃপা করে বলুন, আমি কি করে সর্বঋণ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীহরির চরণ লাভ করতে পারি? কার ভজন করলে আমরা এই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে সংসার থেকে উদ্ধার হতে পারব? তার উত্তরে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তন করেছেন।

আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ঋণ আমাদের উপর বর্ষিত হয়। যথা—দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ, পিতৃমাতৃ ঋণ ও নৃ (রাজ) ঋণ।

তেত্রিশকোটি দেবতা এই ব্রহ্মান্ডকে পালন করছেন। ঋষিগণ গ্রন্থের অবতারনা করেছেন। 'ভূত' অর্থাৎ

জীবজগতের সকল প্রাণী কোন না কোনভাবে আমাদের সাহায্য করছেন। তার মধ্যে বৃক্ষ দিনের বেলা কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন প্রদান করে শ্রেষ্ঠ উপকার করে। পিতামাতা জন্মদান করে পালন পোষণ করছেন আর রাজা আইন প্রণয়ন, স্কুল কলেজ, রাস্তা তৈরী করে প্রজাদের পালন করেন। তাই এই পাঁচজনের সকলের সেবা করাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য আর তা না হলেই—'পুণরপি জনমং, পুণরপি মরণং, পুণরপি জননী জঠরে শয়ণং''। এই জন্মমৃত্যুরূপ মালা থেকে আমাদের পরিত্রাণ লাভ করতে পারা শক্ত। তাই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে শ্রীলশুকদেব গোস্বামী বললেন—

''দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥''

(ভাঃ ১১।৫।৪১)

একমাত্র আশ্রয় গতি যে 'মুকুন্দ' তাঁর সেবা করলে এই পঞ্চঋণ তোমার থাকবে না। আমরা সাংসারিক জীব এত দেবতাকে সুখী করতে পারার ক্ষমতা নাই। ব্রজবাসীগণ একবার ইন্দ্রের সেবা বন্ধ করেছিলেন তো ইন্দ্র সাতদিন সাতরাত প্রবল ঝড় বৃষ্টি দিয়ে ব্রজকে ধ্বংস করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণের চরণে শরণ নিয়েছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন।

ঋষিঋণ পরিশোধ করতে হলে আমাদের ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে, তা না হলে আমাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, কপটতা কিছুতেই যাবে না। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্কক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম্ এব হি কেবলম্ ॥

(ভাঃ ১।২।৮)

ধর্ম করেও যদি শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ না হয়, তাহলে আবার সব বৃথা গেল। জগতের সকল জীবের কাছে আমরা ঋণী, তাদের সকলের সেবা করতে হবে বিশেষ করে বৃক্ষের কাছে। পিতামাতাকে আদরের সঙ্গে সেবা করা কর্তব্য। তাদের জন্যই আমরা এই দেহ লাভ করেছি, পালিত, পোষিত হয়েছি। কিন্তু আমরা ক'জন পিতামাতার সেবা করতে পারি? পারি না, তাই তাদের কাছেও ঋণী থাকি। রাজার ঋণ শোধ করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কর দিতে হবে, আমরা তাও করি না। তাই শ্রীলশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ, এই পাঁচজনকে যিনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছন ও এই পাঁচজন যার আশ্রয়ে আশ্রিত সেই মুকুন্দের যদি সেবা করো তাহলে আর তোমার কোন ঋণ থাকবে না। এই জন্মমরণমালা, ত্রিতাপ জ্বালা থেকে চিরমুক্ত হতে পারবেন। তাই মুকুন্দ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

দেবতা, ঋষি, ভূত, পিতামাতা ও রাজা এদের সকলকে আশ্রয় দিয়ে ভগবান পালন করছেন আর আমরা সকলে তাঁরই আশ্রিত। আর আমার মধ্যেও সেই ভগবান বিরাজমান তাই আমার অস্তিত্ব রক্ষিত হচ্ছে। এজন্য সকল ঋণ থেকে মুক্ত হতে চাইলে অন্যসেবা পরিত্যাগ করে, মুকুন্দের সেবাই একমাত্র উপায়।

''মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখা পল্লবের বল
শিরে বারি নহে কার্যকর ॥''

(কল্যাণ কল্পতরু)

আর গীতময় বললেন—

''সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

এতবড় Guarantee ভগবান ছাড়া আর কেউ দেবে না বা দিতে পারে না। তাই আমাদের করনীয় কি?

''যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৪২) ❑

শ্রীল গোস্বামীপাদের উপদেশাবলী

১। গুরু কৃপা বরণ করতে হলে বৈষ্ণব কৃপা দরকার। গুরুকে ঘিরে রয়েছেন বৈষ্ণব। তাঁদের দ্বারা গুরুকে ধরা যায়।

২। আশয়ের মিল না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। ট্রেনে বহু লোকের সঙ্গে যাতায়াত হয় কিন্তু সঙ্গ হয় না।

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ষড়গোস্বামিগণের লীলার পরিপূরক ছিলেন।

৪। ভগবানের যাত্রা মহোৎসব কালে ধামে বসে তাঁর কথার অনুবর্ত্তন করলে যত লাভ হবে অন্যভাবে তা হবে না।

চতুর্দশ লোক

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ও শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত),
শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

বদ্ধজীব আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। অধঃসপ্তলোক ও ঊর্দ্ধসপ্তলোক নিয়ে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড। ঊর্দ্ধ সপ্তলোকগুলি যথাক্রমে—ভূ, ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য। তার মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুব ও স্বঃ—এই তিনপ্রকার লোকে সকাম পূণ্যকামী গৃহমেধীগণের ভোগময় স্থান। আর তাঁর ঊর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারলোক অগৃহস্থ ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান। তার মধ্যে উপকুর্বাণ অর্থাৎ যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গুরুগৃহে বাস করে গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁদের বাসস্থান মহর্লোক। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁরা আজীবন গুরুগৃহে বাস পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালনরত, তাঁরা জনলোকে বাস করেন। বাণপ্রস্থাশ্রমীগণের প্রাপ্তিস্থান তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত বা যাঁদের এইজগতের ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হবার দুষ্ট আশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন।

ঊর্দ্ধসপ্তলোক

ভূলোক—আমাদের এই পৃথিবীই ভূলোক। মানুষ, পশু, পক্ষী আদি জীবগণের বাসস্থান। এখানে সাতসমুদ্র (লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল), সপ্তদ্বীপ (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কূশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর) এবং নয়টি বর্ষ (ভারত, কিন্নর, হরি, কুরু, হিরন্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল) রয়েছে। লবণসমুদ্র জম্বুদ্বীপকে ও প্লক্ষদ্বীপ লবণসমুদ্রকে বেষ্ঠন করে রয়েছে। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য জম্বুদ্বীপকে তথা লবণসমুদ্রকে বেষ্টন করে রয়েছে। সর্বোচ্চ ও ব্যাপক পুষ্করদ্বীপের ঊর্দ্ধসীমায় পৃথিবীর পরিভ্রমণ কক্ষ। এই কক্ষের নাম মানসোত্তর গিরি। ইহাই ভুলোকের শেষসীমা।

ভুবলোক—ভুবলোকে গ্রহ ও উপগ্রহ সকল অবস্থিত। পিতৃপুরুষগণের নিবাসস্থান। ভুবলোক ভুলোককে পরিবেষ্ঠন করে আছে।

স্বলোক—স্বলোক বা স্বর্গ তিনটি। **ক) বিলস্বর্গ**—আমাদের এই পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ সপ্ত অধঃলোককে (পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল) বিলসর্গ বলে।

খ) ভৌমস্বর্গ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপের নয়বর্ষকে একত্রে ভৌমস্বর্গ বলে। এইস্থলে যিনি যেমন কর্ম করেন, সেইরূপ লোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। পুণ্যকর্মের মাধ্যমে স্বর্গসুখ এবং পুণ্য শেষ হলে তারা এই সমস্ত বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

গ) দিব্যস্বর্গ—ভুবলোকের পর দিব্যলোকে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগসুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে সর্বাপেক্ষা পুণ্যকর্ম করলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্যস্বর্গে অদিতিনন্দন লক্ষ্মীসহ উপেন্দ্র সকলের পূজিত ভগবান। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে ইন্দ্রের দ্বারা অর্চ্চিত হন। এখানে নন্দনকানন, অমৃত, পারিজাত, রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে এবং দেবগুরু বৃহস্পতির অনুপ্রেরণা অনুসারে ইন্দ্র দেবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্বক মুনিপত্নীগণের সতীত্ব হরণ করে শাপভয়ে ও লজ্জায় আত্মগোপণ করে থাকেন। যারা জাগতিক সুখভোগকে বাড়াতে চান, তারাই পুণ্যকর্মের দ্বারা দিব্যস্বর্গ লাভ করেন।

মহর্লোক—ইহা দিব্যস্বর্গের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। স্বর্গের থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর যাগ-যজ্ঞের কর্মের দ্বারা এইলোক প্রাপ্ত হন। এই লোকে মুক্ত পুরুষগণ বাস করেন। যেমন ভুলোকের সাম্রাজ্য সুখ থেকে স্বর্গে ইন্দ্রপদ কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ ইন্দ্র পদ হতে মহলোকে কোটিগুণ সুখ। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ এইলোকে বাস করেন। এখানে রতিগৃহে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ এখানে থাকতে পারে না। এখানে বৃহৎ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হয়ে থাকে, ভগবান সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। ভু, ভুব ও স্বর্গে যে সুখ, বৈভব ও ভজন নাই এইলোকে সেটা বর্ত্তমান। স্বর্গলোকের মত এখানে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদি নেই। স্বর্গের মত দৈনন্দিন প্রলয়ে নষ্ট হয় না। এই লোক সত্যলোকের মত দ্বিপরার্দ্ধকাল বা ১০০ বছর স্থায়ী। এই লোকে অধিবাসীগণ অণিমা, মহিমাদি সিদ্ধি দ্বারা নিষেবিত। এই লোকে যারা গমন করেন, তারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মনুষ্যগণ যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা এই লোক প্রাপ্তি

হন। সহস্র চর্তুযুগপ্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের মধ্যে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোক তাপিত হয়। তখন ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

জনলোক—মহঃলোকের উপরিভাগে জনলোক। পূর্ব কথিত মহঃলোক ও জনলোকের মধ্যে কোন ভেদ নাই। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞানুষ্ঠান থেমে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্র উপস্থিত হলে ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন, তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময় রাত্রি বলে গণিত হয়। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তা ত্রিলোক দাহ তাপ হতে উৎকট ও কষ্টকর। দৈনন্দিন প্রলয়ে যখন ত্রিলোক দগ্ধ হয, তখন মহঃলোকও উত্তপ্ত হয়, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ সেইসময় জনলোকে গমন করেন। নবযোগেন্দ্র ঋষিগণ এইস্থানে অবস্থান করেন।

তপলোক—তপোলোক জনলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য বলে এইলোক লাভ হয়। এইস্থানে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার বা চতুর্সন, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, পিপ্পলায়ন ঋষিগণ বাস করেন। মঙ্গলময় জনলোক ও মহলোকের মতো ত্রিলোক ধ্বংস হলেও এখানে মনের কোন দুঃখ নাই। এখানে জনলোক ও মহলোক অপেক্ষা অধিক সুখ বিদ্যমান। এখানে মুনি-ঋষিগণ সর্বদা সমাধিস্থ থাকেন, আত্মারাম, পূর্ণকাম। অন্য কোন বিষয়ে এদের মনোসংযোগ নেই। ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত এইস্থান লাভ হয় না। প্রাজাপত্য সুখ হতে অধিক সুখ এখানে বিরাজ করছেন। অণিমাদি সুখ মূর্ত্তিমতী হয়ে আত্মারামগণের সেবা করছেন। এখানে অর্চ্চামূর্ত্তির অধিষ্ঠান নাই। চিত্তঅধিষ্ঠাতা বাসুদেব এখানে মুনিগণের দ্বারা মানসধ্যানের বিষয় হয়ে রয়েছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ নারায়ণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের গন্ধর্মাদন পর্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করছেন।

সত্যলোক—তপোলোকের উপরিভাগে এই লোক অবস্থিত। এই লোক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ড সীমার সর্বশেষভাগে অবস্থিত। এখানে শোক-মোহ নাই। সর্বত্র পরম বিভূতি ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত। এইলোক দ্বিপরার্দ্ধকাল বা ১০০ বছর স্থায়ী। এখানে ভগবান তাঁর একটি বৈকুণ্ঠ লোক—যেখানে তিনি সহস্রশীর্ষা পুরুষরূপে প্রকটিত থাকেন, তা প্রকাশ করে শেষনাগের শয্যায় লক্ষ্মী দ্বারা সেবিত হয়ে অবস্থান করছেন। গরুড়ও কৃতাঞ্জলি হয়ে আছেন। তপোলোক অপেক্ষা এখানে সুখ সর্বত অধিক। চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মা দিন অতীত হলে এখানে রাত্রি হয়, তখন লোকত্রয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। ভগবান ব্রহ্মার সহিত শেষনাগের উপর শয়ন করেন। এখানে দৈত্যভয়ও আছে। দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা পলায়ন করেন। তখন ভগবান দৈত্যকে বিনষ্ট করে অপর কোন যোগ্য পুরুষকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার কর্ত্তব্য এক বিরাট ব্যাপার। ব্রহ্মাকেও চিন্তাতুর হতে হয়। ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর হলেও কালভয়ে তাকে ভীত থাকতে হয়। ''স্বধর্মনিষ্ঠ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি'' (ভাঃ-৪।১৪।২৯) অর্থাৎ শত জন্ম শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের দ্বারা এই লোক লাভ হয়। এই লোকে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান।

অধঃসপ্তলোক

১। অতল—এখানে ময়দানবের পুত্র 'বল' দানব বাস করেন। ইনি ৯৬ প্রকার মায়াবিদ্যায় নিপুণ। এই সকল মায়ার কোন কোন মায়া জগতে মায়াবী ধারণ করছে। ঐ দানব জৃম্ভণ বা হাই তুলতে তার মুখ হতে স্বৈরিণী (সবর্ণে রতা), কামিনী (অসবর্ণে রতা) ও পুংশ্চলী (পতিচঞ্চলা)—এই তিন শ্রেণী নারীর সৃষ্টি হয়। কোন পুরুষ অতলে প্রবেশ করলে তারা 'হাটক' নাম রস সেবন করিয়ে অযুত হস্তি সম বল ধারণ করিয়ে তার সঙ্গে ক্রিয়া করে থাকে।

২। বিতল—অতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে হাটকেশ্বর মহাদেবের নিবাসস্থল। তিনি ভবানীসহ এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করবার জন্য বাস করছেন। এই হর-গৌরীর বীর্য হতে 'হাটকী' নামক নদী বিতলে প্রবাহিত হচ্ছে। পরে হরি-গৌরী ফুৎকার করলে উহা হাটক নামক স্বর্ণে পরিণত হয়, যা অন্তঃপুরে স্ত্রী-পুরুষগণ অলংকাররূপে পরেন।

৩। সুতল—বিতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে বিরোচন পুত্র বলি মহারাজ আজও রয়েছেন। এখানে স্বয়ং ভগবান দ্বারপালরূপে তাঁকে সর্বদা রক্ষা করছেন।

৪। তলাতল—সুতলের নিম্নে অবস্থিত। মায়াবীগণের আচার্য ময় নামক দানব এখানে বাস করেন। তিনি মহাদেব কৃর্ত্তক রক্ষিত হয়ে নিজসেবকগণ সহ এখানে বাস করেন।

৫। মহাতল—তলাতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে

বহুফণাধারী কোপণ স্বভাবা মহাক্রোধী কালীয়, কুহক, তক্ষক, সুষেণ প্রভৃতি দীর্ঘকায় সর্পগণ পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে ভীত হয়ে স্বপরিবার সহ বাস করে থাকে।

৬। রসাতল—মহাতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে 'পণি' নামক প্রসিদ্ধ দৈত্য ও দানবগণ এবং নিপাতকবচ, কালকেয়, হিরণ্যপুরবাসী অসুরগণের নিবাসস্থল।

৭। পাতাল—রসাতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবদত্ত নামক পঞ্চ, সপ্ত, দশ, সহস্র ফণাধারী সর্পগণ বাস করছে। তাদের ফণাস্থিত মণি দ্বারা পাতালে অন্ধকার দূর হয়েছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরায়ণ সকাম পূর্ণ্যকর্মা গৃহী ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম, পার্বণ শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম, ব্রতাদি কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন। পুর্ণসুখ বা ঐহিক ও পারত্রিক সুখই তাদের কাম্য। তারা পূর্ণানুসারে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিনলোকে অবস্থান করেন। পূর্ণকর্মা অগৃহী ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ ও যতিগণ মহর্লোকে গমন করেন। পাপী ও পূণ্যবান উভয়ই হরিবিমুখ অভক্ত। তজ্জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডে তারা গমনাগমন করে থাকেন। কিন্তু ভক্তগণ ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবা করে থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড কুণ্ঠাধর্মযুক্ত কিন্তু বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠাধর্ম ও হেয়তা নাই। তা পরমসুখ ধাম।

সেই বৈকুণ্ঠের উপরে দ্বারকা, তদুপরি, মথুরা ও তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। এই ধামসকল ভগবানের স্বরূপশক্তির সন্ধিনী বৃত্তি থেকে প্রকাশিত। চিন্ময় ধামের সমস্ত কিছুই এই প্রপঞ্চে বিরাজিত। জল সম্পর্কশূন্য হয়ে যেমন পদ্ম সরোবরে অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চসম্পর্কশূন্য হয়ে এই পৃথিবীতে গোলক অবস্থিত। সেবোন্মুখ চিত্তে তা ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করা যায়। বৈকুণ্ঠ সুখ হতে অযোধ্যার সুখ মহৎ, অযোধ্যা থেকে দ্বারকা সুখ মহত্তর এবং দ্বারকা থেকে গোলক বাসীগণের যে সুখ তা সকল সুখের শিরোমণি। রস বিশেষের তারতম্য অনুসারে সুখের তারতম্য। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবিধ রসে অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনিই আমাদের ভজনীয়।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

বক্তাঃ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দিবস—বিকাল

শ্রীগুরুদেব আমাকে এই আজ্ঞা করলেন তাই আমি নাচি গাই, ভূমিতে গড়াগড়ি দেই, এই আমার ধর্ম। শ্রীগুরুদেব আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন এটাই পরম পুরুষার্থ।

সাধনের শ্রেষ্ঠ কথা—

''এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রেদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥''

(ভাঃ—১১।২।৪০)

''এই তার বাক্যে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ—৭।৯৫-৯৬)

আমি দেখলাম 'কৃষ্ণ' নামের যে আনন্দ, যে আনন্দ সমুদ্রে আমি ডুবলাম, ব্রহ্মানন্দ তার কাছে জোনাকি পোকার আলোর ন্যায়।

''কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ—৭।৯৭)

প্রকাশানন্দ তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না, বললেন—চৈতন্য তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক। এই কৃষ্ণনামই সমস্ত সাধনের সার কথা, এখানেই রস।

''সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
''কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ—৭।১৪৯)

'এত বলি সন্ন্যাসীর মন গলি গেল'। মহাপ্রভুর এই কথা শুনতে শুনতে তাদের সকলের মন গলে গেল এবং সকলেই তারা 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারণ করতে লাগল। যারা শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হবেন না, শ্রীচৈতন্যের কৃপা যাদের উপর বর্ষিত হয় নি, তারা কৃষ্ণনামের এই ফল আস্বাদন করতে পারবেন না।

হস্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমথো ধার্য্য বিধোমন্ডলং—হাত উঠিয়ে যদি চাঁদ ধরা যেত তাহলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য কিছু হয়ে যেত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়েছিলেন যে হাত উঠিয়ে চন্দ্রের থেকেও বিরাট কিছু বস্তুর প্রাপ্তি করতে পারো যদি তুমি হীন, দীন হও, কৃষ্ণনামের সংস্পর্শ অথবা কৃষ্ণভক্তের স্পর্শ পাও। তার দৃষ্টান্ত—মহাপ্রভুর ভক্ত 'শ্রীধর'। থোড় কলা বেচা শ্রীধর দারিদ্রতার চরম সীমায় ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবা করতেন আর গঙ্গার আরাধনা করতেন। নিন্দুক পাষন্ডী তাকে 'শ্রীধর মুনসা' বলে গালাগালি করত। দারিদ্র্যের কোপে ক্রন্দন করে 'হরিবোল' বলে, আর আমাদের ঘুমোতে দেয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সমস্ত ভক্তগণকে প্রেমদান লীলা করছিলেন, শ্রীধর দূর থেকে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনছিলেন আর তার যোগ্যতা নেই এই ভেবে ক্রন্দন করছিলেন। মহাপ্রভু তাকে ডেকে এনে আলিঙ্গন করে বললেন—শ্রীধর মাগ্ বর'। তখন শ্রীধর বললেন—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥''
(চৈঃ ভাঃ মঃ—৯।২২৪)

তাই গ্রন্থকার বলছেন—

কলা-মূলা-বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ—৯।৩৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা কণা পেয়েছিলেন শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, তন্ডুল ভিক্ষা করে খেতেন এবং সময় পেলেই মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে নাচতে আসতেন। প্রতিদিন কীর্ত্তনে এসে নাচতেন বড় আনন্দ অনুভব করতেন। নাচতে নাচতে মহাপ্রভু তাকে একদিন কৃপা করলেন, তার তন্ডুল নিয়ে খেলেন। পরবর্তীকালেও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত অন্ধ, খঞ্জ, খোঁড়া সব তারা নাচলেন, গাইলেন, প্রেম কুড়োলেন। অতএব প্রেম এক সম্পত্তি যে সম্পত্তি প্রাপ্তির পরে আর কোন কথা নাই। কৃষ্ণ প্রেমানন্দের যে আনন্দ 'কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু'। কবিগণ এইরকম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোটি ব্রহ্মানন্দকে এক করলেও এর ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না, এইরকম অনুভব দেখিয়েছেন মহাপ্রভু।

এইসব লীলার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেব পেরেছিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে। কলিযুগে কৃষ্ণপ্রেম অপ্রাপ্তির বিষয় ছিল। সেখানে সত্যযুগের সাধকগণ কোটি কোটি বছর সাধনার মাধ্যমে, ত্রেতাযুগের সাধকগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে যে বস্তু পেতে হিমসিম খেয়েছেন এমনকি দ্বাপরে পরিচর্য্যার মাধ্যমে চরমসীমায় পৌঁছেও যে প্রেম অপ্রকাশিত ছিল। কলিযুগে অনর্থগ্রস্ত, কলহপ্রিয়, অল্প আয়ু, অল্পমেধাযুক্ত জীবকে মহাপ্রভু সহজ সাধন হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কৃষ্ণ প্রেমের ভাগী করেছেন। তাই শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন—''সর্ব্ব সাধনবস্তু গৌরকরুনাভাবে ন ভাবোৎসবঃ।'' আমরা যদি ভগবদ্ প্রেমরূপ পুরুষার্থ লাভ করতে চাই তাহলে গৌরের করুণার অভাবে সেই ভাবোৎসব সেই প্রেমোৎসব সম্ভব নয়।

মহাপ্রভুর সেই ধামের পরিক্রমন, সেবা, সেই ধামে বাস করবার সুযোগ, মহাপ্রভুর কথা শুনবার সুযোগ এই নিয়ে আমাদের জীবন ধন্য হোক।

চতুর্থ দিবস—সকাল

''রহস্যং শাস্ত্রাণাং যদপরিচিতং পূর্ব্বাবিদুষাং
শ্রুতের্গূঢ়ং তত্ত্বং দশপরিমিতং প্রেমকলিতম্।
দয়ালুস্তদ্ যোঽসৌ-প্রভুরতি-কৃপাভিঃ সমবদ্-
চ্ছচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥''
(শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্—৭৪)

শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য বোঝা খুব কঠিন। এই ভারতবর্ষের পূর্ব পূর্ব যে সকল মুনি ঋষি শাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন, শাস্ত্রের প্রণয়ন করেছিলেন তাদের কাছেও যে গূঢ়তত্ত্বটা অপরিচিত, অজানা ছিল। শ্রুতি বা বেদের সেই দশটি গূঢ়তত্ত্ব যা প্রেমফল দান করতে পারে তা বেদে গুপ্তভাবে ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব এসে সেগুলোকে

উদ্‌ঘাটিত করলেন। শ্রীচৈতন্যদেব উদার মূর্তি ধারণ করে অত্যাধিক কৃপাপরবশ হয়ে সেই দশটি তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন।

''বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'-প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২৪)

বেদ অনেকে পড়েছিলেন, ঈশ্বর তত্ত্ব, প্রকৃতি তত্ত্বের অনেক আলোচনা করেছিলেন, মায়া থেকে মুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তারা খুঁজে পান নাই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বলে তিনটি তত্ত্ব রয়েছে শাস্ত্রে। ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে জেনেছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে প্রেমের সম্বন্ধ সেটা অনাবিষ্কৃত ছিল। জীব ঈশ্বরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হয়ে যে প্রেমের বস্তু হতে পারে ভগবানকে আহ্লাদিত করতে পারে এবং ভগবানের আহ্লাদে আহ্লাদিত হয়ে সে প্রেম সমুদ্রে ডুব দিতে পারে এটা অজনা ছিল। সেই দয়ালু প্রভু যার উপাসনা করবার জন্য ধামে উপনীত হয়েছি সেই দয়ালু প্রভু বেদের তাৎপর্য্যকে উট্টঙ্কিত করে তাকে মন্থন করে সেই সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক দশমূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

''জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥''

(ভাঃ—২।৯।৩০)

নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলছেন—একটি গূঢ় জ্ঞান তোমাকে দেব তুমি এটা কর্ণে ধারণ করো। সেই জ্ঞানটা কি?

''যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদানুগ্রহাৎ ॥''

(ভাঃ ২।৯।৩১)

আমি যেমনটা, আমার ভাব যেমনটি আমার রূপ এবং গুণের প্রকাশটি কি রূপ আমি তোমাকে বলছি। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মাকে বললেন, ব্রহ্মা তাঁর চারটি মাথা নিয়ে যতটা পারলেন ধরলেন। সেই ব্রহ্মাই আবার কৃষ্ণ যখন গো-বালক নিয়ে গোচারণ করছিলেন সে সময় ব্রহ্মার কি ভীমরতি হলো তিনি গোবালকগণকে নিয়ে গুহায় রেখে দিলেন আবার গোপ বালকগণকেও উধাও করে দিলেন। সেই চারমাথা ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে ভগবানের রূপ, গুণ, ভাব এবং ভগবান কে এটা বুঝেছিলেন কিন্তু তিনি বিস্মৃত হলেন, দেবমায়া তাকে গ্রাস করল। এরকম শিব, ইন্দ্র সকলেই একবার করে ভগবানের মায়ায় বিস্মৃত হয়েছিলেন। কেন? ভাগবত বলছেন—

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'।

যে তত্ত্বেতে দেবতাগণও মোহপ্রাপ্ত হন আর আমরা কলিহত জীব কোন্ ছার? এরকম কলিহত জীবের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব একটা অমৃতের সন্ধান দিলেন। কৃষ্ণ আমার সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি সাধন আর কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন এই অনাবিষ্কৃত কথা মহাপ্রভু নিয়ে এলেন আর প্রেমের জ্ঞানকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। অযোগ্য, পতিত, পামর এদের মধ্যে। তাই কবিগণ এরকম বর্ণন করেছেন—

'পাঁচে মিলি খায় লোটে'।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন—'দশপরিমিতং প্রেমকলিতম্' এই যে দশটি শিক্ষা এটা প্রেমের শিক্ষা, প্রেমফল দানের, প্রেম সাধনের শিক্ষা।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং
স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরি-
গৌরচন্দ্রো ভজে তম্ ॥

(দশমূল শিক্ষা)

আম্নায়ঃ অর্থাৎ গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত যে বেদ বাণী এটা প্রমাণ। এটি নয়টি তত্ত্বকে বলছেন তাকে প্রমেয় বলছে। সেই নয়টি তত্ত্ব হলো—হরিমিহ পরমং, সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং—হরিই পরমতত্ত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমান। এটা কখনো শাস্ত্রে প্রকাশিত হলেও তিনি যে আনন্দ রসের সমুদ্র সেটা শাস্ত্রে গুপ্ত ভাবে ছিল। বেদে বলছেন—''রসো বৈ সঃ, রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' বেদের এই শ্লোকের অর্থ পন্ডিতগণ ঠিক বুঝতে পারতেন না বলে এড়িয়ে যেতেন। একমাত্র রস প্রাপ্তির দ্বারা জীব আনন্দ লাভ করতে পারে, অন্য উপায়ে নয়। মহাপ্রভু এই শিক্ষা আনলেন যে জীব যদি ঐ আনন্দের ছিঁটেফোটা পায় তো তার জীবন ধন্য, এই সংসারে আর থাকতে হবে না।

তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান—জীব সকল তাঁর বিভিন্নাংশ, তার মধ্যে কিছু জীব প্রকৃতি দ্বারা কবলিত আর কিছু জীব

তার অর্থাৎ প্রকৃতির কবল থেকে বিমুক্ত হয়েছে। 'ভেদাভেদ.... হরে'—এই সংসারে যা কিছু দেখছি সকলের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগত এবং এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে এই বিশ্বের একটা সুন্দর ভেদাভেদ সম্পর্ক বিরাজ করছে।

আমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ হই তাহলে আমার আর ঈশ্বর ভজনের দরকার নেই, আবার যদি ভেদযুক্ত হলাম তাহলেও ঈশ্বর ভজনের দরকার নেই। মহাপ্রভু তাই এক সুন্দর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব নিয়ে এলেন যে তত্ত্বেতে জীব ভগবানের সেবক হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জীব ঈশ্বরের অংশ তাই ঈশ্বরের সেবা করবার যোগ্য। ঈশ্বরের মূর্তিটাই এরকম যে তিনি সত্য, নিত্য এবং আনন্দঘনতত্ত্ব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বেতে মহাপ্রভু এটা শেখালেন।

সাধনং শুদ্ধভক্তি—আমার সঙ্গে ভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ রয়েছে তাই আমার সাধন হচ্ছে আমাকে ভক্তি করতে হবে। সচ্চিদানন্দঘন তত্ত্বের সঙ্গে আমার সেবার সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ রয়েছে। অপ্রাকৃত তত্ত্ব, আনন্দঘন তত্ত্ব, নির্গুন তত্ত্ব তাদের একটা স্বভাব আছে, তারা সগুণ তত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয় না। তাই আমরা এমন একটা স্থানে এনে পৌঁছেছি যেখানে সাধনং শুদ্ধভক্তিং অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি করবার জন্য এসেছি।

''ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম
আত্মসুখের যাহাঁ নাহি গন্ধ ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ—২০।৬২)

মহাপ্রভু বলছেন শুদ্ধভক্তি সাধন করো অর্থাৎ হরিগুরুবৈষ্ণবের তোষণ বৃত্তি নিয়ে থাকবে।

সাধ্যং তৎপ্রীতিমেব—তোমার প্রাপ্তির বস্তু হচ্ছে সেই ঈশ্বরের তত্ত্বেতে প্রীতিলাভ করা, প্রেমলাভ করা। তোমার ভেতরে যে প্রেম আছে যেটা তুমি দেহ গেহ স্ত্রী পুত্র কলত্রাদিতে দিচ্ছো সেটা যাতে ঈশ্বরের প্রতি পর্যবসিত হয় সেটাই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার কথা। শিক্ষাষ্টকের সারকথা। যে গৌরসুন্দর এইরকম একটা সুন্দর তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন, আমাদের প্রেম সাধনের পথে এনেছেন, প্রেম সাধন শুরু করিয়েছেন, প্রেমের পথের যাত্রী করেছেন তাঁকে আমরা ভজনা করি। তিনি আমার স্মৃতি পথের যাত্রী হোক, তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার জীবন সার্থক করতে পারি এই প্রার্থনা।

পঞ্চমদিবস-সকাল

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত বেধঃ প্রভৃতিত
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তঃ প্রমিতিবিষয়াংস্তান্নববিধান্।
ন তথা-প্রত্যক্ষাদি প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো
যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা-শক্তিরহিতা ॥ ৭৬ ॥

এই দশমূল শিক্ষা বস্তুতঃ, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক শিক্ষা। বেদ প্রমাণ বাকী নয়টি তত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধের কথা সাতটি শিক্ষায়, অষ্টম শিক্ষা সাধন এবং নবম শিক্ষায় প্রয়োজনের কথা বলেছেন। বেদ অপৌরুষেয়, স্বতঃসিদ্ধো তত্ত্ব, চিরন্তন সত্য এবং ভগবান স্বয়ং যাঁর প্রকাশক। জীবের কল্যানের জন্য সৃষ্টির সাম্যতা বজায় রাখবার জন্য ভগবানের দ্বারা তৈরী হয়েছে বেদ। সেই বেদ একটি স্বতঃসিদ্ধো তত্ত্ব তাই প্রমাণ, সৎ অর্থাৎ নির্দোষ এবং নিত্য। ভগবান নারায়ণ তাঁর প্রিয় ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে গুরুপরম্পরায় বেদের সেই সার শিক্ষা আমাদের কাছে এসেছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সমগ্র লীলায় যে বিশুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন তা প্রয়োজন স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমের সাধন। সেই প্রেমের কথাটা বেদে গুপ্ত ছিল, অপ্রকাশিত ছিল। ভগবান স্বয়ং বেদের সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টি করেছেন। বেদ প্রমাণ এবং নয়টি প্রমেয়কে প্রমাণিত করতে গিয়ে দার্শনিকগণ দশ প্রকার প্রমাণ বলেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেছেন শব্দ প্রমাণটাই শ্রেষ্ঠ প্রমান। বিশেষ করে যে শব্দ বেদের থেকে এসেছে। বেদের যে শব্দগুচ্ছ বা শব্দ মালা সেটাই হচ্ছে প্রমান। কারন বেদ ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তাই বেদকে আমাদের প্রমাণ স্বরূপে সম্মান করতে হবে। যুক্তি এবং তর্কের একটা সীমা আছে তাই সেটা সসীম এরদ্বারা কোন বস্তুকে প্রমান করা যায় না, যেটা যুক্তি তর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় সেটা জ্ঞান মার্গের কথা। কিন্তু ভগবদ্ তত্ত্ব বিষয়ে যুক্তি তর্ক প্রবেশ করতে অক্ষম। তাই শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন—

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণযোজয়েৎ।'

যে বস্তু অচিন্ত্যতত্ত্ব, নিত্য তত্ত্ব, অপৌরুষেয় তত্ত্ব তাকে যোজনা বা অবধারন করতে গিয়ে তর্ক বা যুক্তির আনয়ন করা অন্যায়।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্ ॥ *(ক্রমশঃ)*

পূতনা, তুমি কত ভাগ্যবতী

বৃন্দা দাসী, বীরভূম

''সর্বাকর্ষক, সর্বাহ্লাদক, মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব বিস্মারণ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২৪।৩৮)

ভগবানের অনন্ত অবতার, অনন্ত গুণে তিনি সর্বজীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করে থাকেন।

ভগবান শ্রীহরি একদা অপূর্ব বটুক বামন রূপ ধারণ করে অসুর শ্রেষ্ঠ বলী মহারাজের যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। ভগবানের অসমোর্দ্ধ রূপে এবং স্মিত মধুর বাক্যে আকৃষ্ট হয়ে বলী মহারাজ শ্রীবামনদেবের অভিপ্রেত ত্রিপাদ ভূমি দিতে অঙ্গীকার করেন। সে সময় অসুররাজকন্যা রত্নাবলী বামন রূপী শ্রীহরির অপূর্ব সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে মনে মনে চিন্তা করেন, এহেন সুন্দর পুত্র যদি লাভ করতে পারতাম, তাহলে বক্ষে ধারণ করে স্তন পান করাতাম। এদিকে কপট বামনাবেশধারী ভগবান, অঙ্গীকার বদ্ধ বলীর সাক্ষাতে নিজ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করে একপদের দ্বারা সপ্তদ্বীপ-পৃথিবী, অন্যপদে গগনমন্ডল গ্রহণ করলে তৃতীয় চরণ রাখবার আর স্থান রইল না। ভগবান ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করে নাভিদেশ থেকে তৃতীয় চরণ প্রকাশ করলেন। বলীমহারাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও স্থান দিতে পারলেন না, তখন ক্রোধবশে ভগবান তাঁকে নাগপাশে বদ্ধ করলেন। অসুর রাজকন্যা রত্নাবলী পরক্ষণে ভগবানের এরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে চিন্তা করলেন, এমন কপট সন্তান হলে তাকে বিষ খাইয়ে মারতাম। ভগবান সর্ব্বান্তর্যামী, তথাস্তু বলে হাস্য করলেন। করুণাময় ভগবান অবশেষে বলী মহারাজের মস্তকে তৃতীয় চরণ স্থাপন করে ব্রহ্মা-শিবাদির বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে মহা করুণার নিদর্শন রাখলেন।

দ্বাপর যুগে গোকুলে নন্দঘরে স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। নন্দমহারাজ গোকুলবাসীদের নিয়ে আনন্দে নিত্য নিত্য মহামহোৎসব করছেন। এখবর কংসাসুরের কাছে পৌছে গেল। সাতদিনের ছোট্টো কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য কংস পূতনাকে প্রেরণ করলেন। এই পূতনাই পূর্বজন্মে বলীরাজ কন্যা রত্নাবলী ছিলেন। এই অবতারে ভগবান তার মনোবাসনা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে শিশুবৎ লীলা করছেন গোকুলে।

এদিকে মায়াবী রাক্ষসী পূতনা কপট মাতৃ বেশ ধারণ করে গোকুলে প্রবেশ করলেন। তার সুন্দর মনোহরণ বেশ দেখে গোকুলবাসীগণ মনে করলেন স্বয়ং লক্ষ্মীমাতা হয়তো আমাদের গোপালকে দর্শন করবার জন্য নেমে এসেছেন, বৈকুণ্ঠ হতে। ধীরে ধীরে পূতনা নন্দগৃহে প্রবেশ করলে নন্দরানী ও রোহিনীদেবীও তাকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন এবং শিশু কৃষ্ণকে তার কোলে দিতে দ্বিধা বোধ করলেন না।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁর শ্রীচরণপদ্ম দর্শন লালসায় সদা ধ্যানপর, ত্রিভুবন বন্দিত সর্ব অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আজ বালঘাতিনী পূতনা বক্ষে ধারণ করেছেন। অহো! পূতনার কি ভাগ্য। শিশুর অপরূপ সৌন্দর্য্য তার চিত্তকে ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট করলেও কপট বেশধারী, অসুর স্বভাবা পূতনা পরক্ষণেই কংসের আদেশ স্মরণ করে শিশুর মুখে বিষ স্তন তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করলেন না। শিশুও তৎক্ষনাৎ স্তনের সঙ্গে তার প্রাণ পর্যন্ত আকর্ষণ করতে লাগলেন। পূতনা যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে নিজ রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করে প্রাণত্যাগ করল। পরে, গোপ-গোপীরা কৃষ্ণকে তুলে এনে যশোদার কোলে দিলে তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন যেন। এসময় নন্দবাবা ও অন্যান্য গোপগণ কংসের বাৎসরিক করপ্রদানের জন্য মথুরায় গেছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে পূতনার বিকট মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরে, পূতনার বিশাল শরীর খন্ড খন্ড করে দাহ করা হলে তার শরীর থেকে চন্দনের সৌরভ ছড়িয়ে পরল। পাপিনী পূতনা যখন কৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে তখনই তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়েছে।

অদোষদরশী, করুনাময় ভগবান, পূতনার প্রাণ শোষণ করে তাকে নরকগামী না করে গোলোকে ধাত্রী গতি দান করলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ পূতনার ভাগ্যের প্রশংসা করে বললেন।

''পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদগতিম।।''

(ভাঃ ১০।৬।৩৫)

বাল ঘাতিনী পূতনা বিষ দিয়ে মারতে এসেছে, ভগবান

সেটা দর্শন করলেন না, মাতৃ স্নেহে বক্ষে ধারণ করেছেন এই গুনেই তিনি আকৃষ্ট হয়ে তাকে সদ্‌গতি দান করলেন। যে পূতনা, সর্বদা পাপ কার্য্যে নিমগ্না, কখনো কোনও সৎকর্ম করেনি অসাধু বৃত্তি নিয়ে ভগবানের কাছে এসে কপট সাধুবেশ ধারণ করেছে ভগবান লীলাচ্ছলে তাকে গোলোকে ধাত্রীগতি দান করলেন তার ভাগ্যের এত মহিমা! এমন দয়ালু ভগবান! তাঁর শ্রী চরণ যাঁরা প্রীতিপূর্বক সেবা করেন, তাঁদের ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে?

''কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিন্নুরক্তাস্তন্মাতরো যথা।।''

(ভাঃ ১০।৬।৩৬)

ভগবানের অচিন্ত্যনীয় লীলা বদ্ধজীবের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যখন যা কিছু লীলা করে থাকেন, তার পিছনে কোনো গূঢ় তাৎপর্য্য থাকে। তাই এসব লীলা আমাদের গুরুবর্গ যে দৃষ্টি কোন থেকে দেখতে শেখাবেন, সাধক ভক্তগণ সেই ভাবেই নিজ অনর্থ নাশের জন্য চেষ্টান্বিত হবেন।

গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত' গ্রন্থে 'পূতনা বধ' লীলা প্রসঙ্গে বলেছেন—পূতনা ভুক্তি মুক্তি শিক্ষক কপট গুরুর প্রতীক। ভুক্তি-মুক্তি প্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করে বালকৃষ্ণ স্বীয় নব উদিত ভাবকে রাঙা করবার জন্য পূতনা বধ করেন।

জয়পূতনা ঘাতন শ্রীকৃষ্ণ কানাইয়ালাল কি জয়।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহ

কলকাতাস্থিত বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিপুল আয়োজনের সহিত গত ৩০শে আগষ্ট, ২০১৭ বুধবার হতে ৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে দুপুর ১২টা এবং বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ বেদব্যাস রচিত দ্বাদশস্কন্ধ সমন্বিত গ্রন্থচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত কথা পরিবেশন করেন। প্রতিদিন প্রায় তিন শতাধিক ভক্তমণ্ডলী দুইবেলা আদরের সহিত শ্রীশুকদেব বর্ণিত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রুত শ্রীমদ্ভাগবত কথা উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রবণ করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীধ্রুব চরিত, শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত, শ্রীঅম্বরিষ মহারাজ উপাখ্যান, শ্রীভরত মহারাজ উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলাদি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় পাঠ করেন। প্রতিদিন ভগবৎ কথা শ্রবণ অন্তে শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সবশেষে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত পূজা, আরতি ও পরিক্রমাদি করা হয়। অন্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

দার্জিলিং সহ বাংলাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্ন শ্রীপাট দর্শন ও পরিক্রমা

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭, শনিবার হইতে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৭, শনিবার পর্যন্ত প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী দার্জিলিং সহ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, রাজশাহি, খুলনা, রংপুর, দলগ্রাম আদি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিত্রালয় ও গৌরপার্ষদগণের বিভিন্ন লীলাভূমি দর্শনের এক মহতী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণের ভিসা, বাসভাড়া, খাওয়া ও থাকার জন্য সর্বসাকুল্যে ২১,০০০/- টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা, পাশপোর্টের জেরক্স সহ অর্ধেক টাকা অগ্রিম দিয়া শীঘ্র নাম লিখাইবেন। ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭ সকাল ৭টায় কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা আরম্ভ হইবে।

সজ্জন কিঙ্করভাস
ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

কার্যক্রম

১৬/১২/২০১৭, শনিবার—কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে শিলিগুড়ি রওনা।

১৭/১২/২০১৭, রবিবার—দার্জিলিং-এ বিশিষ্ট স্থান দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।

১৮/১২/২০১৭, সোমবার—দার্জিলিং-এর বিভিন্ন স্থান দর্শন ও শিলিগুড়ি মঠে রাত্রিবাস।

১৯/১২/২১০৭, মঙ্গলবার—চ্যাংড়াবাধা বর্ডার পার হয়ে দলগ্রাম আশ্রমে ধর্মসভা ও তথায় রাত্রিবাস।

২০/১২/২০১৭, বুধবার—সকালে রংপুরে যাত্রা, তথায় ধর্মসভা ও রাত্রিবাস।

২১/১২/২০১৭, বৃহস্পতিবার—ভোরে রাজশাহী (খেতুরী) যাত্রা। সন্ধ্যায় ধর্মসভা, দর্শন ও রাত্রিবাস।

২২/১২/২০১৭, শুক্রবার—সকালে ঢাকা যাত্রা এবং নারিন্দায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে রাত্রিবাস।

২৩/১২/২০১৭, শনিবার—ঢাকায় স্থানীয় দর্শন, বিকালে বালিয়াটি গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও ঢাকাতে রাত্রিবাস।

২৪/১২/২০১৭, রবিবার—সকালে সিলেট যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।

২৫/১২/২০১৭, সোমবার—ঢাকা দক্ষিণে মহাপ্রভুর বাড়ী দর্শন। সন্ধ্যায় সিলেটে ধর্মসভা ও তথায় রাত্রিবাস।

২৬/১২/২০১৭, মঙ্গলবার—সকালে হবিগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছে তথায় রাত্রিবাস।

২৭/১২/২০১৭, বুধবার—হাঠাহাজারি থানায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট দর্শন ও চট্টগ্রামে রাত্রিবাস।

২৮/১২/২০১৭, বৃহস্পতিবার—খুলনা যাত্রা ও তথায় শ্রীল আচার্যপাদের জন্মস্থানে সভা ও রাত্রিবাস।

২৯/১২/২০১৭, শুক্রবার—যশোরে শ্রীরূপ-সনাতনের জন্মস্থান দর্শন ও বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন ও পাটবাড়ীতে রাত্রিবাস।

৩০/১২/২০১৭, শনিবার—সকালে বেনাপোল বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

✪ প্রত্যেক যাত্রীর পাসপোর্ট থাকা অত্যাবশ্যক ✪ সঙ্গে লইবেন—হালকা শীতের বিছানা, থালা-বাটী, টর্চ, মশারী ইত্যাদি ✪অতিরিক্ত খরচ যথা—রিক্সা/ ভ্যান /প্রবেশ মূল্য আদি যাত্রীগণ নিজেরাই বহন করিবেন ✪ দৈবানুরোধে উপরোক্ত কার্য্যসূচী পরিবর্তনযোগ্য ✪ আসন সংখ্যা সীমিত ✪ অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক যাত্রীগণ ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পাশপোর্টের জেরক্স কপি ও ন্যুনতম অর্ধেক টাকা জমা দিয়া নাম নথিভুক্ত করিবেন, নতুবা যাত্রায় নেওয়া সম্ভব হইবে না।

হুগলী জেলায় দরিদ্র ও আর্তদের নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও বস্ত্র বিতরণ সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৪ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার ২০১৭ তারিখ হুগলী জেলার খানাকুল ২ নং ব্লকের অধীনে জগৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেড়বাটী সমবায় সমিতির সন্নিকটে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও বস্ত্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৩৭জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। উক্ত রোগীদের মধ্যে পুরুষ ৫০ জন, মহিলা ৬০ জন ও ২৭ জন শিশু বালক ছিলেন। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্) ও ডঃ মহাদেব মন্ডল মহাশয় সকাল ১০ টা হতে বৈকাল ৪ টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এএছাড়া ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ী, ১১জন বিধবা মহিলাকে থান কাপড় ও ২৯ জন শিশুকে জামা প্যান্ট বিতরণ করা হয়। মিশনের সহ-সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ স্বহস্তে সকলকে বস্ত্রাদি বিতরণ করেন। এছাড়া মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় ও গ্রামবাসীদের পক্ষে জগৎপুর গ্রাম পঞ্চায়ের উপপ্রধান শ্রীপ্রশান্ত মাঝি, শ্রীনিমাই সামন্ত রায় শ্রীদিলীপ বাগ, শ্রীতারক মান্না, শ্রীনিমাই মানিক, শ্রীস্বপন মন্ডল এর সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বা-বধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/10/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরাষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (১০) শ্রীক্ষেত্র (হিন্দী) ও (১১) শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বড়ো) — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org